

শিক্ষা বিষয়ক টিপ্প'তে শিক্ষকদের আর্থিক বস্তনা ইন্সু হান পাবে কি ?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। শিক্ষা বিষয়ক টিভি'র সূচনা হলো সরকারি ব্যবস্থা পন্থায়। আগরতলায় এসসিইআরটি'র পুরোনো ভবনে 'বন্দে ত্রিপুরা'র নতুন সংস্করণ হিসেবে এই নিউজ চ্যানেলের সূচনা। তবে শিক্ষা বিষয়ক খবরা খবর থাকবে। শিক্ষামন্ত্রী রত্ন লাল নাথ সহ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকাঠাক থাকলেও রাজ্যের শিক্ষক সমাজ থেকে প্রশ্ন উঠেছে— এই টিভি চ্যানেলে তাদের আর্থিক বঞ্চনার খবর থাকবে কিনা? কারণ, শিক্ষা দফতরের খবরাখবরের বিষয়ে যে যেভাবেই সংবাদ করবে তাতে শিক্ষকদের আর্থিক বিষয়টি যুক্ত রয়েছে। তবে টিভির মাধ্যমে শিক্ষার সূচনায় বিশ্ব আনন্দে প্রেরণেছেন রতন লাল নাথ। করোনা পরিস্থিতিতেই এর উদ্বাবন ও ভাবনার প্রসার। শিক্ষামন্ত্রী আশাবাদী, বর্তমান প্রেক্ষিতে এই নতুন বন্দে ত্রিপুরার নিউজ চ্যানেলের প্রসার হবে। তবে এই চ্যানেলটি কেবল চ্যানেলই না। আবার ইউটিউবও আছে। মন্ত্রী রতন লাল নাথের ভাবনা চিন, আমেরিকা



পর্যন্ত যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে
বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোতে
যেভাবে অনলাইন শিক্ষা চালু
আছে, তার সাথে রতন লাল নাথের
নতুন দিশার শিক্ষায় অনেক পার্থক্য
আছে। তবে এদিন বন্দে ত্রিপুরা
নিউজ চ্যানেলের উদ্বোধনী
অনুষ্ঠানেই শিক্ষা সংক্রান্ত নিউজের
কথা বলা হয়েছে। তবে এ শিক্ষা
সংক্রান্ত নিউজের ভাগ করে দেওয়া
হয়নি। তাতে করে শিক্ষকদের
মধ্যেই একাংশ জানতে চেয়েছে,
এই শিক্ষা সংক্রান্ত খবরে বা শিক্ষা
দফতর বিষয়ক খবরে আর্থিক বিষয়
উল্লেখ থাকবে কি না? যেমন টেট

দর নিয়মিতকরণ করে
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক,
দের সাথে ত্রিপুরার শিক্ষক,
দের পাওনা গঙ্গার অনেক
- তা উল্লেখ থাকবে কি না ?
সমস্ম বা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের
ত্রিপুরার তুলনা হতে পারে
ক্রিয়ান্ত বিষয়ে। এসব কিছু
দে স্থান পাবে কি না তা
চাইছে শিক্ষা অনুবাদী
বাবর পড়ুয়াদের জন্য এই
নেল থাকলেও পড়ুয়াদের
কেবল পরিবেৰা আছে কি
নিশ্চিত কৱবে কে ? যদি
কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়,

ার বাড়িতে নেট
মাছে কি না তাও
রয়েছে। তবে
শিক্ষামন্ত্রীর এ
ব্যবস্থার শিক্ষা ব্যবস্থার
বার্তা দিয়েছে।
শিক্ষার প্রসারে
ইই ভাবনাকে
ত শুরু করেছে
হল। অভিযোগ,
ফিঙ্গড পে'তে
টী দেশে নজির।
কদের না ফিঙ্গড
রণের বেতনক্রম
আবামাবি একটা

ବକେଯା ଚାଇତେ ମାଥା ଫାଟିଲୋ

বাড়ছে-বাড়ুক, পরোয়া নেই বিজেপি নেতাদের !

প্রাতবাদা কলম প্রাতনির্ধ, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। কোভিড হ হ করছে পিপুলায়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের পাঁচ জেলারই কেস পজিটিভিটি রেট দশ শতাংশের বেশি, পশ্চিম জেলায় কুড়িটি বেশি, আর বাকি তিনটি সাত থেকে দশের মধ্যে। রাজ্যে এই কোভিড ওয়েভের পেছনে ভাইরাসটির কোনন্মুনা, তাই এখনও জানে না রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। জানতে চাওয়া হয়েছিল, জবাব নেই। মৃত্যু হচ্ছে প্রতিদিনই। মঙ্গলবারেও সাত মৃত্যুর খবর এসেছে। শেষরাতে শীর্থ থান থান করে অ্যাস্ফলেন্সের সাইরেন ভয় ধরিয়ে যায় বার বার। কেস পজিটিভিটি রেট দুইদিন অল্প কম থাকার পর, মঙ্গলবারেই আবার বার শতাংশ পার হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক টেস্ট বাড়ানোর জন্য বললেও, পিপুলায় টেস্ট করে আসছে, বাড়া দূরে থাক। শাসক দলের নেতাদের এই নিয়ে কোনও অঙ্কেপ নেই, অস্তত আছে বলে দেখে বোঝা যায় না শাসক দলের নেতা বলতে রাজ্যস্তরের নেতাদেরই কোভিড বিধি মানতে দেখা যায় না। মন্ত্রীদেরও না। সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশ হিস্তিত্ব থাকলেও, নেতাদের দিকে ঢোক তলে তাকানোর সাহস নেই দলবদ্ধ প্রসারণ কর্তব্যে পুলশের। বিজেপি নেতারা শুধু কোভিড বিধি মান্যই করছেন না, গর্ব ভরে সেসব পোস্ট করছেন সামাজিক মাধ্যমে। তালিকায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি, যে একজন পেশাদার ডাক্তারও, ডাঃ মানিক সাহা। ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনায় তিনি শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখেননি, মাস্ক ছাড়াই কথা বলেছেন। পোড় খাওয়া আরএসএস নেতা কিশোর বর্মন, রাজ্য ছেড়ে গিয়েছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসায় অনুকূল সময়ে ফিরে এসে রাজ্য স্তরের পদ পেয়েছেন, লোকে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। গত কয়েকদিনে উন্তর থেকে সিপাহিজলা পর্যন্ত তাকে একাধিক সভায় দেখা গেছে, মুখে মাস্ক নেই। পাশাপাশি কারও কারও আছে। একটি স্কুলে তিনি ২৩ জানুয়ারি পতাকা তুলেছেন, সামনে পড়ুয়ারা, মুখে মাস্ক নেই। তিনি কোনবিশিষ্টতার কারণে অদৈত মঞ্চবর্মণ স্মৃতি বিদ্যালয়ে পতাকা তুলেছেন, তা জানা না গেলেও, ছেট ছেট পড়ুয়াদের ভুল শিক্ষা দিয়ে এসেছেন মুখে মাস্ক না পরে। আরেক রাজ্যস্তরের নেতা টিংকু রায়। মাস্ক ছাড়াই মিটিং করছেন, প্রদীপ জালাচ্ছেন, তার সামনে

প্ৰসামৰণ কংবা পুলশ্ৰেণৰ।
নেতৃত্বা শুধু কোভিড বিধি
কৰছেন না, গৰ্ব ভৱে
পাস্ট কৰছেন সামাজিক
তালিকায় বিজেপি'ৰ রাজ্য
চৰ্চ, যে একজন পেশাদাৰ
ও, ডাঃ মানিক সাহা।
দেৱদেৱ সাথে আলোচনায়
আৱৰীৱিক দুৰত্ব বজায়
নি, মাস্ক ছাড়াই কথা
ন। পোড় খাওয়া
এস নেতা কিশোৰ বৰ্মন,
ডে গিৱেছিলেন, বিজেপি
আসায় অনুকূল সময়ে
ঘসে রাজ্য স্তৰেৰ পদ
ছন, লোকে বলেন,
ৱহওয়াৰ স্বপ্ন দেখেন
ত কয়েকদিনে উন্নত থেকে
জলা পৰ্যন্ত তাকে একাধিক
খা গোছে, মুখে মাস্ক নেই।
শি কাৰণ কাৰণ আছে।
কুলে তিনি ২৩ জানুয়াৰি
হৈলেছেন, সামনে পড়ুয়াৱা,
মাস্ক নেই। তিনি
শিষ্টতাৰ কাৰণে অদৈত
স্মৃতি বিদ্যালয়ে পতাকা
ন, তা জানা না গেলেও,
টাট পড়ুয়াদেৱ ভুল শিক্ষা
সছেন মুখে মাস্ক না পৱে।
ৱাজ্যস্তৰেৰ নেতা টিংকু
ক ছাড়াই মিঠিগ কৰছেন,
ছুলাচ্ছেন, তাৰ সামনে

স তাৰেন মানুষ।
য ছবি তুলেছেন,
নেই, শারীরিক
ন হসিৰ বিষয়।

স্বাস্থ্য পরিসেবা
শাল ব্যানার ধৰে
লেছেন পাপিয়া
স্বাস্থ্যবিহীন শিকেয়ে
বা দেওয়াৰ নমুনা
বিজেপিই বিৱোধী
চড় ছড়ানোৰ দায়
ৰ মুখ্যপত্ৰ রমেশ
ত চক্ৰবৰ্তী সংবাদ
ৰ সেই দায়
জেপিৰ জনজাতি
-নিয়ে না মেনে
টিংকু রায় তখন
যদিকে এক সংবাদ
প্রতি ক্রিয়ায়
জটি ঠিক হয়নি।
পুৱৰাতেই বিজেপি
লোকজড়া কৰে,
টি অফিসে ভীত
ন দুই বিধায়ক।
কাভিড প্ৰেডিকসন
পণ্ডেট শুৰু হয়েছে,
ভাডেটে প্ৰেডিকসন
কোভিডেৰ থার্ড
হাতে অনেকদিন,
চৰ্চ বলে কোনও
কলেগো, গ্রাফে তা
ন। এখন গ্রাফে
দেখাচ্ছে। উন্নৰ্পুৰাখণ্ডলেৰ
গুলিৰ প্ৰেডিকসনেৰ সাথে বাস্তুৰ
আকাৰ-পাতাল পাৰ্থক্য। এবং
অবস্থা দেশেৰ অন্যান্য জায়গাতো
কেবল মহারাষ্ট্ৰেৰ প্ৰেডিক
কাছকাছি। সেই প্ৰেডিকসন অনুব
ত্ৰিপুৰায় কোভিড পিক গেছে
জানুয়াৰী। যদি তাই হয়ে থাকে, ত
কেস পজিটিভিটি রেট নীচৰে দিব
নামাৰ কথা ছিল, ২১ জানুয়াৰী
সবচেয়ে বেশি হওয়াৰ কথা।
জানুয়াৰি কেস পজিটিভিটি বি
১২.২৫ শতাংশ, ২৫ জানুয়াৰী
১২.০৭ শতাংশ। বিশেষজ্ঞ মতা
জানা যাবানি, স্বাস্থ্য দফতৰ থে
পক্ষেৰ জবাৰ পাওয়া যায় না।
মডেল অনুযায়ী প্ৰেডিকসন বি
বাস্তুৰে পাৰ্থক্য থাকতে পাৰে,
শতাংশ কম বা বেশি। অন্য রাজ্যে
কথা বাদ দিলেও, ত্ৰিপুৰায়
প্ৰেডিকসন গ্ৰাফে যা দেখাচ্ছে, এ
সাথে বাস্তুৰে পাৰ্থক্য পুৱৰ।
মডেলে সাত দিনেৰ গড় হিসা
২২ জানুয়াৰি প্ৰেডিকসন বি
১৮৮৯ জন হবেন আক্রান্ত, ত
বাস্তুৰে ১৯১৯জন, পাৰ্থক্য প্রায় ১
শতাংশ। ২২ জানুয়াৰিৰ পৰ্যন্তই কে
তথ্য আছে। ভাৰতেৰ ক্ষেত্ৰে
প্ৰেডিকসন ছিল ৭০৬৮৩১, বি
৩০১৯৪৮ জন। এই মডেল দে
কোভিড কমছে না বাঢ়ে, সাধাৰণ
চোখে তা বোৱাৰ উপযোগ নেই।

ବ୍ରିପୁରା ଜବାବ ‘ହୋଯାଟାବାଉଟାରି’ : ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি। ত্রিপুরা সরকারের দেওয়া জবাব ‘হোয়াটাবাউটারি’, বিখ্যাত আইনজীবী প্রশাস্ত ভূষণ সুপ্রিম কোর্টকে বলেছেন, ত্রিপুরায় গত বছরের শেষের দিকে হওয়া সাম্প্রদায়িক ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ আবেদনে ত্রিপুরা সরকার জবাব দিতে গিয়ে বলেছে যে, গতবছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর ব্যাপক হিংসা হয়েছে, অথচ আবেদনকারী সেই ব্যাপারে চুপ, ত্রিপুরা নিয়েই কেবল আবেদনকারীর জনস্বার্থ জেগে উঠেছে, সেই আবেদন কি ‘সিলেক্টিভ’। ‘হোয়াটাবাউটারি’ কথার মানে হচ্ছে, কোনও অভিযোগের জবাব অথবা কোনও কঠিন প্রসঙ্গে জবাব দিতে গিয়ে পালটা অভিযোগ তোলা কিংবা অন্য কোনও বিষয়া, অপ্রাপ্তিক আলাপ নিয়ে আসা। ‘রাজ্য সরকার জবাবী হলফনামায় বলেছে, আমরা কেন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কোনও কিছু করছি না। সাম্প্রদায়িক হিংসার মত গুরুতর বিষয়ে রাজ্য সরকারের এমন ‘হোয়াটাবাউটারি’ খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। সি-গ্রেড মিডিয়া চ্যানেলগুলি এসব করে থাকে, সেটা আমি বুবাতে পারি। তবে এইরকম ব্যাপার রাজ্য সরকারের জন্য ভাল দেখায় না। আমি জবাব দেব,’ প্রশাস্ত ভূষণ বলেছেন সুপ্রিম কোর্টকে।

বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি দীনেশ মহেশ্বরী’র বেঞ্চে আছে মামলাটি। ভূষণ জবাব দিতে সময় চেয়েছেন, আবেদনটি আবার ৩১ জানুয়ারি উঠেবে। তার আগে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল ভূষণ মেহতা ১০ জানুয়ারি জবাব দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছিলেন। সেদিন প্রশাস্ত ভূষণ কোর্টের নজরে নিয়েছিলেন যে গত ২৯ নভেম্বরে নোটিশ ইস্যু হয়েছে, ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে জবাব দেওয়ার কথা, অথচ সেদিন পর্যন্ত কোনও জবাব আসেনি। জবাবে মেহতা বলেছিলেন, “আমি এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেব। কিছু বিষয় তুলব, আমার অভিজ্ঞ বন্ধুকে এইসব ব্যাপার সামলাতে হবে।” “একমাসের বেশি হয়েছে, নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আরও একমাসের সময় চেয়েছেন তারা। আরও চার সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়েছে, আজ আবার তারা আদালতকে বলেছেন, আরও এক সপ্তাহ সময় তারা চান। খুবই আশ্চর্যজনক।” বলেছিলেন প্রশাস্ত ভূষণ। আবার জবাব দেন মেহতা, তিনি বলেছিলেন, “তাকে কিছুই আশ্চর্যজনক ঠেকবে, একটি রাজ্যের জন্য তারা বাঁপিয়ে পড়েছেন, অন্য রাজ্যের জন্য কিছুই নয়। তারা আইনজীবী। নিজেরা নিজেদের নথি তৈরি করেছেন, তাকে ‘রিপোর্ট’ আখ্যা দিয়ে একটি পিআইএল ঠুকে দিয়েছেন। আমি হলফনামায় জবাব দেব।” আদালত তখন বলে যে, ন্যায়বিচারের জন্য রাজ্যের জবাব পাওয়া জরুরি। তারপর এক সপ্তাহের আরও সময় দেওয়া হয়। ত্রিপুরার সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন এক আইনজীবী, ইথেস্যাম হাসমি। ত্রিপুরা পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের একাধিক আইনজীবী, একাধিক সাংবাদিক-সহ প্রচুর মানুষের বিরুদ্ধে ইউএপিএ’র ধারায় মামলা করেছে। আইনজীবীরা ত্রিপুরা ঘুরে গিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। রিপোর্টটি তৈরি যারা করেছেন, সেই আইনজীবীদের মধ্যে একজন হাসমিও। ইউএপিএ’র মামলাটির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন হয়েছে, ইউএপিএ’র ধারাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আদালত এক সাংবাদিক-সহ আইনজীবীদের প্রেক্ষাতার করতে নিষেধ করেছে। সুপ্রিম কোর্টে তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন বিখ্যাত আইনজীবী প্রশাস্ত ভূষণ। আইনজীবী প্রশাস্ত ভূষণের মাধ্যমে ইথেস্যাম হাসমি সর্বোচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেছেন, নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়েছেন। তিনি আবেদনে বলেছেন যে, তিনি ত্রিপুরার হিংসা কবলিত এলাকা নিজে ঘুরে দেখেছেন, তার ভিত্তিতে একটি ফ্যাক্ট ফাইভিং রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। হাসমির সাথে আরও আইনজীবীও ছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে

ল যে, ন্যায়বিচারের জন্য জবাব পাওয়া জরুরি। এক সপ্তাহের আরও সময় হচ্ছে। ত্রিপুরার সাম্প্রতিক ধৈর্যক হিংসা নিয়ে নিরপেক্ষ দলে চোখে জনস্বার্থ মামলা লেন এক আইনজীবী, যাই হাসমি। ত্রিপুরা পুলিশ কোর্টের একাধিক জীবী, একাধিক ক-সহ প্রচুর মানুষের ইউএপিএ'র ধারায় মামলা আইনজীবীরা ত্রিপুরা ঘুরে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। রিপোর্টটি তৈরি যারা, সেই আইনজীবীদের মধ্যে হাসমি। ইউএপিএ'র বিরক্তে সুপ্রিম কোর্ট যাই হয়েছে, ইউএপিএ'র এই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এক সাংবাদিক-সহ আইনজীবীদের প্রেফতার করতে রেছে। সুপ্রিম কোর্টে তাদের অসত্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হয়েছে, তার উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীদের মধ্যে বৈরিতা তৈরি করা। হলফনামায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, ফ্যাক্ট ফাইনিং রিপোর্টটি অসত্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হয়েছে, তার উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীদের মধ্যে বৈরিতা তৈরি করা। হলফনামায় আরও বলা হয়েছে, একই রকম বিষয়ে হাইকোর্টের স্বতঃপ্রবোধিত মামলা আছে, আবেদনকারী হাইকোর্টেও আসতে পারতেন। ত্রিপুরায় হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্ট স্বতঃপ্রবোধিত মামলা যেমন নিয়েছে তেমনি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমেও সেসব খবর বের হয়েছে। পানিসাগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি মিছিল থেকে বারটি মসজিদ আক্রান্ত হয়েছে। মুসলিম ব্যক্তিদের মালিকানাধীন নয়টি দেকান পৃড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনিটি বাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে। আবেদনে হাসমি বলেছেন, দাঙ্গাকারীদের বিরক্তে ব্যবহৃত নেওয়ার বদলে যারা তার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত নিরয়েছে পুলিশ। ফ্যাক্ট ফাইনিং টিমের দুইজনকে নেটিশ দেওয়া হয়েছে, অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের সামাজিকমাধ্যমের পোস্ট গোষ্ঠীদের মধ্যে শক্ততা তৈরি করেছে। পুলিশ সাংবাদিক-সহ ১০২ জনের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারা প্রয়োগ করেছে। রাজ্য সরকার হাসমির বক্তব্য নসাং করতে গিয়ে বলেছে, “কয়েকটি ট্যাবলয়েডে পরিকল্পনা করে কিছু আটিকেল প্রকাশ করা হয়েছে। সবই এই জনস্বার্থ মামলার ভিত্তি।” হলফনামায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, ফ্যাক্ট ফাইনিং রিপোর্টটি অসত্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হয়েছে, তার উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীদের মধ্যে বৈরিতা তৈরি করা। হলফনামায় আরও বলা হয়েছে, একই রকম বিষয়ে হাইকোর্টের স্বতঃপ্রবোধিত মামলা আছে, আবেদনকারী হাইকোর্টেও আসতে পারতেন। ত্রিপুরায় হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্ট স্বতঃপ্রবোধিত মামলা যেমন নিয়েছে তেমনি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমেও সেসব খবর বের হয়েছে। পানিসাগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি মিছিল থেকে আপত্তিজনক ঝোগান দেওয়া বলে অভিযোগ আছে, তেমনি নির্মিল চলার সময়ে ধৰ্মীয় স্থানে দোকান, বাড়ি আক্রান্ত হওয়া অভিযোগ আছে। দুই মহিলাদের সেসব খবর করতে এ প্রে�তার হয়েছেন, যদিও পুলিশের রিমান্ডের দাবি নাকচ করে দিয়ে আদালত প্রথমদিনেই তাদের জামিন দিয়ে দেয়। পরে সুন্দর কোর্ট এই মামলায় স্থগিতদের দিয়েছে। সেই সাংবাদিকরা যেমন জামিন পেলেন, তথ্য-সংকুল এবং সুশাস্ত চৌধুরি কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে তারা কাজ করছেন বলে সাংবাদিকদের বলেন। যারা বস্তুনিষ্ঠ কোনও প্রমাণ দেন্তব্য একটি ধর্মের অনুসারীদের তা সংগঠিত করছেন বলেও এ বক্তব্য ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ত্রিপুরার হাইকোর্টে বলে বিবৃতি দিয়েছিল। যদিও ত্রিপুরা পুলিশ পানিসাগর কান্দি কাঁকড়াবনে মামলাও নিয়েছে পানিসাগর কান্দি মূল অভিযোগ বিজেপি'র যুব মোর্চার নেতা রাখে দাস। তার ভাইও বিজেপি নেতৃত্বে বৌদ্ধ পুর সংস্থার প্রধান ছিলেন রানু দাস প্রেফতার হননি। পুলিশ জিজ্ঞাসা করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। ঘটনার কিছুদিন পর পুলিশ বলেছিল রানু দাস পলাতক। তাকে ‘পলাতক’ সংবাদ মাধ্যমে ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন নিউজলিভি সেই খবর ছেপেছে

আজ ছুটি

আজ ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস। এ দিবস উপলক্ষে প্রতিবাদী কলমর অগণিত পাঠ্য বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানন্দার্থী পত্রিকা বিতরক সহ গোৱালজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বৃথাবার পত্রিকা দফতরে সমস্ত বিভাগে ছুটি। তা বৃহস্পতিবার এ পত্রিকার কোন সংস্করণ প্রকাশ হবে না। শুধুব থেকে যথারীতি আপনার প্রিয় পত্রিকা পৌঁছে যাবে আপনার হাতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুখাকবেন। এ কামনায়—

যুবকের রঞ্জান্তি দেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২৫ জানুয়ারি ।। মোহনপুরের
সড়কে সাতসকালেই এক ২৪ বছরের তরঙ্গের রক্তমাখা দেহ উদ্ধার ঘিরে
চাপ্টল্য তৈরি হয়েছে। এলাকাতেই ক্যারাম খেলতে বের হওয়ার পর শেষ
পর্যন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এই তরঙ্গে। তার মৃত্যু ঘিরেই নানা সদেহ
উকি দেওয়া শুরু হয়েছে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে মৃতের পরিজনদের
জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এটি যান দুর্ঘটনা হতে পারে। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ
দেব। তার বাড়ি মোহনপুরের মোহিনীপুর প্রামে। মৃতদেহের পাশেই
বিশ্বজিতের চিআর-০১-এসি-৫৫২৩ নম্বরের বাইক উদ্ধার হয়েছে। বাইকটি
দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে ঘটনার খবর পেয়ে সিধাই
থানার পুলিশ কর্মীরা ছুটে যান। মোহনপুরের মূল সড়কে রাঙ্গাড়ীয় এই
দুর্ঘটনাটি হয়েছে। মৃতের ভাই সুমীর দেব জানান, সোমবার সন্ধ্যারাতে
বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল বিশ্বজিৎ। রাত ১০টা নাগাদও
বিশ্বজিতের সঙ্গে মোবাইলে কথা হয়েছে। তখন বলেছিল, আসতে দেরি
হব। কিন্তু গোটা রাত আর বাড়ি ফিরেনি বিশ্বজিৎ। মঙ্গলবার সকালে
উদ্ধার হয়েছে তার রক্তমাখা দেহ। মৃতদেহের মুখ থেঁতলে গিয়েছিল।
বিশ্বজিৎ পেশায় অটো চালক ছিলেন। এই ঘটনা ঘিরে নানা প্রশ্ন উকি
দিচ্ছে এলাকাবাসীর মনে। যদি এটি যান দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে
বিশ্বজিতের বাইকের সঙ্গে কোন গাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে তার কোনও
অস্তিত্বেই পুলিশের কাছে। এছাড়া এটি ইচ্ছাকৃত খুনও হতে পারে বলে
অনেকের সন্দেহ। মৃতদেহের মাথা থেঁতলে গিয়েছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে
খুনের পর যান দুর্ঘটনার রূপ দেওয়া হতে পারে বলেও অনেকের সন্দেহ।
এই ঘটনায় পুলিশের সুষ্ঠু তদন্তের দাবি উঠেছে। যদিও পুলিশ সাধারণ

যান দুঃখনা বলে দায়সারা তদন্ত করতে চাইছে বলে আভয়গ।

সীমান্তে বসছে ১৫টি আধুনিক ক্যামেরা : আইজি বিএসএফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ।।
সীমান্তে পর্যবেক্ষণের জন্য ৯৫টি অত্যাধুনিক ক্যামেরা বসাচ্ছে বিএসএফ। মোট ২৪টি অঞ্চল বাছাই করে এই ক্যামেরাগুলি বসানো হচ্ছে। এই ক্যামেরাগুলির মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ সহজেই পাচার এবং অন্যান্য অপরাধ রখতে পারবে বলে দাবি করেছেন বিএসএফ'র আইজি সুদীপ কুমার নাথ। মঙ্গলবার বিএসএফ'র সদর দফতরে বার্ষিক দ্রব্য আটক করা হয়। এর মধ্যে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল। ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার উপর গাঁজা আটক করা হয়।
সীমান্তে পাচারের সময় ২ হাজার ৪২২টি গরু উদ্ধার করা হয়েছিল।
এছাড়া ওষুধ এবং শাড়ি পাচারের সময় আটক করা হয়। এই ঘটনায় পরিষ্কার ব্যাপকহারে গরু ত্রিপুরা সীমান্তে দিয়ে বাংলাদেশে পাচার হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত বছর বিএসএফ'র কাছে ৬জন এনএলএফটি (বিএম)

আজ ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২
জানুয়ারি।। ব্যাপক উৎসাহ
উদ্দীপনায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ম
দিয়ে বুধবার সারা রাতে দেশে
৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন ক
হবে। এ উপলক্ষে আগরতলায় মু
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে
আসাম রাইফেলস ময়দানে
সকাল ৯টায় আসাম রাইফেলস
ময়দানে অনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয়
পতাকা উত্তোলন করবে
রাজ্যপাল সত্যদেন নারাইন আয়োজন
তিনি কুচকাওয়াজের অভিবাদ
গ্রহণ করবেন এবং পুরস্কার ও পদ
প্রদান করবেন। করোনা

কুমার নাথ। তান জনন, গত বছর
সীমান্তের বেড়ার কাজ করতে বেশ
কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই
বছরই ৮টি খালি জায়গায় সীমান্তে
বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে।
বাকি কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা
চলছে। গত বছর সীমান্তে কড়া
নজরদারির ফলে ২২১জন
বিএসএফ'র হাতে আটক হয়েছে।
সীমান্ত পাচারের সময় আটক
হওয়াদের মধ্যে ৯৭জন বাংলাদেশি
নাগরিক এবং ১১৮জন ভারতীয়
ছিলেন। ৬জন অন্য দেশেরও
নাগরিক ছিলেন। ২০২০ সালে
সীমান্ত বেআইনিভাবে অতিক্রম
করার জন্য ১২৮ জনকে আটক
করা হয়েছিল এই বছরই ২৪ কোটি
১৪ লক্ষ টাকারও বেশি গাঁজা ধূৎস
এবং আটক করা হয়েছে। এছাড়া
সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচারের সময়
৩৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার নেশা

এলাকায় শাস্তিপূর্ণ পারাহ্বত রাখতে
বিএসএফ সব ধরনের চেষ্টা করছে।
বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো
রাখতে মৈত্রী সাইকেল রায়লি-সহ
নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া
হয়েছে। বিএসএফ সীমান্ত এলাকায়
ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকাতেও
দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন
করছেন। বিএসএফ'র কাছে এখন
৬৫টি কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র রয়েছে।
এগুলির মধ্যে ২ হাজার ২৬৪টি
শয়্য বিএসএফ ক্যাম্পে তৈরি করা
আছে। গত বছর বিএসএফ এবং
বিজিবি'র মধ্যে মৈত্রী ফুটবল
ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়েছিল।
এই ফুটবল ম্যাচটি হয়েছে
বিলোনিয়ায়। এছাড়াও গোটা বছর
ধরে বিএসএফ নানা ধরনের কর্মসূচি
নিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ
নিয়েও বিএসএফ প্রদর্শনের
আয়োজন করেছিল।

শহরে বাড়তি নজরদারি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
আগরতলা, ২৫ জানুয়ারী। নাই
কারফিউতে থানার গশি পেরিয়ে
পুলিশ যেন বের হতে পারছে ন
পূর্ব আগরতলা থানা, পশ্চিম
আগরতলা থানা কিংবা বটতলা
ফাঁড়ি বা এডিনগর থানা সহ শহুর
ও শহরতলির সবক'ষ্টি থানা
সামনেই যেন পুলিশের নাইজে
কারফিউ'র ধর পাকড়। কারফিউ
থানার সামনে থেকে আর কোথাও
পুলিশকে দেখা যাচ্ছে না। গুরু
কয়েকদিন ধরে শহরে এই নাইজে

কারফিউর চিৰ দেখে সাধাৰণ
মানুষও অবাক হয়ে বলতে শুৱঃ
কৰেছে, পুলিশ আসলে কাৰ
প্ৰতিনিধিৎ কৰতে চাইছে? কৰোনা
পৰিস্থিতিতে জিৱিমানকে যতটা
গুৱত্ব দেওয়া হচ্ছে, ততটা গুৱত্ব
দেওয়া হচ্ছে না পৰিস্থিতিকে।
অভিযোগ এমনটাই। নাইট
কাৰফিউতে থানাৰ সামনে থেকে
যেন পুলিশ কৰ্মীৱা বেইয়ে আসতে
পাৰছে না। থানাৰ সামনেই কি
কৰোনাৰ দাগট? এমন প্ৰশ্ন তুলতে
শুৱ কৰেছে কোনও কোনও মহল।

তাৰাড়া বৰ্তমান পৰিস্থিতিতে শাসক
দলেৰ জনপ্ৰতিনিধিৱাই কৰোনা
বিধি উলংঘন কৰছে। তাৰদেৱ
বিৱৰণ প্ৰশাসন কৰ্তাদেৱ ব্যবস্থা
থৈগ কৰাব কোনও নজিৱ নেই।
তাৰাড়া পশ্চিম জেলাৰ সবকঢ়ি
থানায় বেতন বৰ্ধনৱাৰ ক্ষেত্ৰ তো
আছেই। হয়তো তাৰ জন্যই পুলিশ
থানা চতৰেই নিজেকে আবদ্ধ
ৱাখছে। আবাৰ কেউ কেউ বলতে
শুৱ কৰেছে, পুলিশেৰ গাড়ি
থাকলেও জ্বালানি থাকে না।
পুলিশ দূৰে যাবে কিভাবে?

সিএনজি'র জন্য দুর্ভোগ বাড়ছে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ জানুয়ারি।।বিশ্বামগঙ্গে পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন সিএনজি স্টেশনে প্রতিদিন শত শত গাড়ি ভীড় করে থাকে। কারণ, সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্তই সিএনজি সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন ধান চালকরা ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন। কিন্তু ৫-৬ ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার পরও তারা সিএনজি পাচ্ছেন না। এতে করে চালকদের ঝগঁট - ঝজিতে টান পড়েছে। চালকরা দাবি জানিয়েছেন এখন সকাল ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সিএনজি সরবরাহ করা হৈক। তা না হলে এভাবেই তাদের দিনের পর দিন অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।

ଆଣନ୍ଦ ପୁଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁ ବଧୂର

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ।।
আগুনে পুড়ে রহস্যজনক মৃত্যু হলো এক ১৮ বছরের তরঙ্গী বধূর। ঘটনাটি হয়েছে ৮২ মাইল এলাকার করমছড়ায়। মৃত বধূর নাম সন্ধ্যা রানি দেববৰ্মা। তার একটি শিশুসন্তানও রয়েছে। সন্ধ্যা রানির স্বামী জানিয়েছেন, আগের দিন তিনি কাজের জন্য রাবার বাগানে গিয়েছিলেন। রাবার কাটার কাজ করেন তিনি। বাড়িতে স্ত্রী এবং মা ছিলেন। গভীর রাতে সন্ধ্যা রানিকে আগুনে পুড়তে দেখে ছুটে যায় তার শাশুড়ি। তার চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরাও। ভোর রাতে সন্ধ্যা রানিকে উদ্ধার করে প্রথমে নেওয়া হয় ৮২ মাইলের একটি স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। স্থান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। এখানেই তিনি মারা গেছেন। এই ঘটনায় চাপ্পল্য তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যা রানির স্বামীর দাবি তাদের সংসারে কোনও অশাস্তি ছিল না। আগের রাতেও তাদের কোনও বাগড়া হয়নি। কি কারণে স্ত্রী আগুন দিয়েছেন তিনি বলতে পারবেন না।

পরিষ্কৃতি দেখলেন বিধায়ক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনকে কেন্দ্র করে অটো চালকদের সাথে যে বিতর্কের সূত্রপাত তা নিয়ে বিস্তৃত জানলেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। এদিনই তিনি সরাসরি সেখানে যান এবং কথা বলেন যান চালকদের সঙ্গে। গত ১৫ জানুয়ারি নতুন টার্মিনাল ভবন দিয়ে শুরু হয়েছে বিমান যাত্রীদের যাতায়াত। সেখান থেকেই বিমান উঠা-নামা করছে। নতুন টার্মিনাল ভবনের সামনে অটো যেতে পারছে না। এই সমস্যার

সমাধানে বিধায়ক এদিন উদ্ভৃত পরিস্থিতিতে চালকদের সাথে কথা বলে তাদের কথাও শুনেছেন। যদিও ইতিপূর্বে চলমান পরিস্থিতিতে যে উদ্ভৃত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধানকল্পে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ‘আপাতত’ সমাধান করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। এদিন চালকদের দাবিগুলো কিংবা বক্তব্যগুলো শুনেছেন বিধায়ক দিলীপ দাস। তিনি গোটা চতুর পরিক্রমা করেন। নতুন টার্মিনাল ভবনের সামনের চতুর ঘুরে দেখেন তিনি। প্রসঙ্গত, নতুন টার্মিনাল ভবনের সামনে শর্তসাপেক্ষে যেতে

পারবে অটো চালকরা। তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে সমস্যা চলছিল। যাত্রী সাধারণ বারবার অভিযোগ করছিল, এসময়ের মধ্যে তাদের আয়ের উপর প্রভাব পড়ছে। অবশ্যে ভেতরে অটো যাওয়ার কিংবা যাত্রী পরিবহণে ‘অনুমতি’ পেলেও তা কতদিন স্থায়ী থাকবে তা সময়েই বলবে। তবে এটা ঘটনা, চালকদের সমস্যা এবং তাদের দাবিগুলো এদিন মন দিয়ে শুনলেন বড়জলার বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। তিনি তাদের অসমাপ্ত দাবিগুলো পুরণে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে সকলেই আশাবাদী।

ছিঁচকে মদ বিক্রেতাদের আটকে তৃকার ওসি'র



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ।। চুনোপুঁটিদের ধরে নেশাৰ বিৱৰণে অভিযানেৰ ঢাক পিটিয়ে দিলেন মহারাজগঞ্জ ফাঁড়িৰ ওসি মঙ্গলশে পাটারী। মঙ্গলবাৰ মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এলাকায় ৫০ হাজাৰ টাকাৰ দেশি ও বিলিতি মদ-সহ ৯জন চুনোপুঁটি মদ বিক্ৰেতাকে গ্ৰেফতার কৰেছেন তিনি। তাদেৰ থানায় এনে নেশা কাৰবাৰিদেৰ বিৱৰণে যুদ্ধ ঘোষণাৰ ডাক দিলেন। অথচ মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এলাকায় বিজেপি বিধায়ক রেবতী মোহন দাস পুলিশেৰ উপৱ বিৱৰক হয়ে নিজে থেকেই নেশা দ্রব্যেৰ বিৱৰণে অভিযানে নামছেন। তিনিও চুনোপুঁটিদেৰ ধরে পুলিশেৰ বিৱৰণে আছে। এই মদ বিক্ৰেতাদেৰ ধৰেই পুলিশেৰ বিৱৰণে একৰাশ ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন। শেষ পৰ্যন্ত এই ছিঁকে মদ বিক্ৰেতাদেৰ ধৰেই থানায় ফটোসেশন কৰে নিলেন মহারাজগঞ্জ ফাঁড়িৰ ওসি। এসব ঘটনায় দূৰ থেকে হাসচেন পঁজিপতি নেশা কাৰবাৰিব।



জোরদার নিরাপত্তা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
কল্যাণপুর/ তেলিয়ামুড়া, ২৫
জানুয়ারি।। বৃথাবার সামান দেশের
সাথে রাজ্যেও পালিত হবে
প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রতি বছরের
মত এবারও প্রজাতন্ত্র দিবসের
দিনটিকে কেন্দ্র করেই কড়া
নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
মঙ্গলবার কল্যাণপুর এবং
তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন জায়গায়
পুলিশ টহুলদারী এবং তল্লাশি
অভিযান চালায়। বিশেষ করে
জনবহুল এলাকায় বোমক্ষেত্রাব্দ
নিয়ে পুলিশ বাহিনী তল্লাশি
চালায়। বিভিন্ন বাজার,
মেট্রস্ট্যান্ড, থানাচত্রু-সহ
বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলে।
প্রজাতন্ত্র দিবসকে কেন্দ্র করে
গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমায়
আটোসাটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা
রাখা হয়েছে। তেলিয়ামুড়ায়
টিএসআর ২২১ ব্যাটেলিয়নের
জওয়ানরাও তল্লাশি অভিযানের
কাজে হাত লাগিয়েছেন।

ବ୍ରିପୁରା କୃଷି
ଜମି ଭାଡ଼ା
ମାହିନ-୨୦୨୧

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৫
জানুয়ারি।। গত শীতকালীন
বিধানসভার অধিবেশনে ত্রিপুরা
সরকার 'দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল
ল্যান্ড লিজিং বিল' - ২০২১ ইং
এনেছে এবং বিরোধীদের

অনপস্থিতিতে বিনা বাধায় তাবে

মদের বার বন্ধের দাবিতে নাগরিকদের অবরোধ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
কদমতলা/ধর্মনগর, ২৫
জানুয়ারি।। বারবার স্থানীয়
নাগরিকরা রাস্তা অবরোধ করলেও
প্রশাসন পিছিয়ে আসছে না।
এলাকাবাসীর প্রশ্ন, কিভাবে কোন

জনবহুল এলাকায় মদের বার খোলা হতে পারে? যখন মদের বার খোলার বিষয়ে আলোচনা চলছিল তখন থেকেই ধর্মনগর দিঘলবাঁক এলাকার মানুষ প্রতিবাদে সোচার হয়েছিলেন। তখনও রাস্তা অবরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওই এলাকাতেই মদের বার খোলা হয়। এলাকাবাসী ফের মঙ্গলবার রাস্তা অবরোধ করে মদের বার বন্ধের দাবি জানান। এদিন ধর্মনগর-কদমতলা সড়ক এবং ধর্মনগর-কালাছড়া ধারণ করে। গত ২১ বি ধর্মনগর পুর পরিযদ এবং পঞ্চায়েতের সীমান্ত এলাকা মদের বার খোলা হয়েছিল। এলাকার পরিবে যথেষ্ট উন্নতি। নাগসংবাদামাধ্যমের মুখোয়া প্রশাসনের উদ্দেশে প্রশ্ন চূক্ষ কিভাবে এই এলাকায় বার অনুমতি দেওয়া হল। তার সোমবার রাত ১০টা পুলিশের উপস্থিতিতে মদের খোলা হয়। বিষয়টি নিদে

। সকাল থেকে এলাকাবাসী আন্দোলন গতি তোলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মঙ্গলবার সকালে তাদের ক্ষেত্রে চরমে পৌছায়। তাই দুটি সড়ক অবরুদ্ধ করে মহিলার বিক্ষেপণ দেখাতে থাকেন। তাঁরা জানিয়েছেন, যদি প্রশাসন মনে বার বন্ধ না করে তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করা হবে। এদিন সক্ষ্য পর্যন্ত আন্দোলন চলে। শেষ পর্যন্ত মহকুমাশাসন ঘটনাস্থলে এসে এলাকাবাসীর সামাজিক আলোচনায় বসেন। তিনি আগ্রামী ২৭ জানুয়ারি পুনরাবৃত্ত জেলাশাসক কার্যালয়ে এই বিষয়ে বৈঠক হবে বলে তিনি এলাকাবাসীকে জানান। এরপর রাস্তা অবরোধ মুক্ত হয়।

ରେଲ ଲାଇନେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍‌ଧାର ପତ୍ରିବାନ୍ତି କଲମ ପତିନିଧି

ପ୍ରାତିବାଦ କଣେ ପ୍ରାତିନାୟ,
ଆଗରତଳା, ୨୫ ଜାନୁୟାରି ।।
ରେଲଲାଇନେ କାଟା ପଡ଼ିଲେଣ ଏକ
ବ୍ୟକ୍ତି । ଏହି ସଟନାୟ ଚାଞ୍ଚଳ୍ୟ ତୈରି
ହେଯେଛେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନଗର
ରେଲ୍‌ସ୍ଟେଶନେ । ଖବର ପୋରେ ଛୁଟେ ଯାଇ
ରେଲ ପୁଲିଶ । ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରେ
ଜିବିପି ହାସ ପାତାଲେର ମର୍ଗେ
ପାଠାନୋ ହେଯେଛେ । ତବେ
ଆଶପାଶେର କେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ
ଶନାକ୍ତ କରତେ ପାରେନି । ପୁଲିଶ
ସୂତ୍ରେ ଖବର, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନଗର
ରେଲ୍‌ସ୍ଟେଶନେର କାହେ ରେଲ
ଲାଇନେଇ ଓହି ବ୍ୟକ୍ତିକେ ମୃତ ଅବହ୍ଵାୟ
ପାଓ୍ଯା ଗେଛେ । ରେଲ ଲାଇନେ କାଟା
ପଡେ ମାରା ଗେହେନ ତିନି । ତବେ ଏହି
ଆସାହତ୍ୟା ନାକି ଦୁର୍ଘଟନା ତା ପରିଷକାର
ନାହିଁ । ଏହି ସଟନାର ତଦନ୍ତ କରା ହଚ୍ଛେ ।

ତୃଣମୂଳେ ଯୋଗଦାନ ଚଲଛେ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটকিকরায়, ২৫ জানুয়ারি ।।
বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে
রেখে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের
শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। মঙ্গলবার
পাবিয়াছড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসে
যোগদান করেন বেশকিছু ভোটার।
গত এক সপ্তাহ ধরে দলের
রাজ্যস্তরীয় নেতা সঞ্জয় কুমার দাসের
নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকায় ঘৰোয়া
সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার
কুমারঘাটেও এক সভা অনুষ্ঠিত
হয়। সেখানে সঞ্জয় কুমার দাসের
হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের
পতাকা তুলে নেন নবগতরা।

খবরের চাপে চোর গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ।।
খবরের চাপে পূর্ব থানা বাধ্য হয়েই এক বাইক চোরকে থেফতার করেছে। তাকে আদালতে হাজির করে রিমান্ডও চেয়ে নিয়েছে। এই চোরের পরিবারকেই পূর্ব থানা সুযোগ দিয়েছিল মীমাংসা করে নিতে। এক আদালত কর্মীর স্কুটি চুরির ঘটনার লিখিত অভিযোগ জমা পড়লেও পূর্ব থানা ১৬দিন ধরে মামলা নেয়া নি। এই সুযোগে চুরির স্কুটি অন্য একজনের নামে রেজিস্ট্রেশনও করিয়ে নেয় অভিযুক্ত চোর। আদালত কর্মীরা নিজেরাই চুরি যাওয়া স্কুটিটি উদ্ধার করে। পরবর্তী সময়ে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্তকেও। কিন্তু রাতেই পূর্ব থানার ওসি শিশু রঞ্জন দে আটক অভিযুক্তকে থানা থেকে ছেড়ে দেন। শুধু তাই নয়, চোরের পরিবারকে অভিযোগকারীর ফোন নম্বরও দিয়ে দেওয়া হয়। চোরদের পরিবার থেকে ঘটনা মীমাংসা করে নিতে চাপ দিতে শুরু হয়। প্রতিবাদী কলম-এ এই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে পূর্ব থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত চোরকে। তার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। মঙ্গলবার কৃষ্ণকে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত সিজেএম এসবি দাসের কোটে হাজির করা হয়। আদালতে হাজির করে তিনদিনের রিমান্ডও চেয়ে নেয় পূর্ব থানার

‘বিশ্বাসযোগ্যতাদিবস’

চুক্তিপত্রের মাধ্যমে লিজ বা ভাড়া দেওয়ার বন্দেবস্ত করা হয়েছে। গত তিন দশক ধরে কৃষিতে চলমান সংকটে জরুরিত, খণ্ডণস্ত কৃষকেরা ও অনাবাদি ক্ষুদ্র জোতের মালিকেরা যাতে সহজে জমি লিজে দিতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এই আইনে সরকার জমির ভাড়া ঠিক করে দেবে এমন বিধান রয়েছে। যাতে জমি ভাড়ার পরিমাণ নুন্যতম এ জমিতে উৎপাদিত ফসলের বাজার মূল্যের চার ভাগের এক ভাগ হবে। তার কম হবে না। এই আইন সর্বনাশা কেন্দ্রীয় তিন জনবিবেৰোধী কৃষি আইনের আদলে তৈরী করা হয়েছে। যাতে কৃষিকে বেসরকারী কোম্পানি পথে ঢেলে দেওয়া যায়। সরকার এখানে সংকটের দায়ভার কৃষকদের ঘাড়েই চাপাতে ব্যস্ত। কৃষিতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও ফসলের দাম কম হওয়ার ফলে কৃষি এখন সংকটগ্রস্ত ও অল্পাভজনক। এখানে এই সংকট নিরসনে সরকারি ন্যায্য দামে কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা, উৎপাদন করা, ফসলের নুন্যতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করার প্রশ্নে সমস্ত দায়বদ্ধতা প্রত্যাহার করে নিছে। সরকার কৃষকদের কাছ থেকে বাজার থেকে বেশী দাম দিয়ে ১৯'৪০ টাকা কেজি দরে ধান কিনছে ঠিকই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দাম প্রায় ২৮ টাকা কেজি দরে দেওয়া হচ্ছে না। সার, বীজ, ঔষধ সবকিছুই বেসরকারী কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে। ফলে কৃষি উপকরণের অস্থাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। রাজ্য কৃষকদের আয় দিগন্বন করার প্রতিশ্রুতি এক প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সময়ে কৃষকেরা আরো বেশী সংকটপন্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে তাই রাজ্য গরীব ও প্রাণিক কৃষক, নিম্ন মধ্য কৃষক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনাবাদি জোতের মালিক বাধ্য হয়ে জমি ভাড়া দিবে। কিন্তু আর ফেরত প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। কৃষক আন্দোলন কেন্দ্রিক সাফল্যকে আরও বেশি বেশি করে মানুষের কাছে তুলে ধরতে প্রয়াস জারি রয়েছে সংযুক্ত কিয়ান মোর্চার। আগামী ৩১ জানুয়ারি রাজ্যেও কর্মসূচির। ওই সিদ্ধান্ত এদিন সংযুক্ত কিয়ান মোর্চা সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে সার ব্যাপী সংযুক্ত কিয়ান মোর্চা সদস্যরা জেলা, মহকুমা মত স্তরে এই বিশ্বাসযাত্করণ সোচার প্রতিবাদে অংশ তৈবে কোভিড বিধিকে মাথা ত্রিপুরায় ওই দিনটি হল মাধ্যমে পালন করা হবে। সকাল এগারোটায় কৃষক ত্রিপুরা রাজ্য কর্মসূচির হস্তান্তর মাধ্যমে তা পালন করিবে তিনি বলেন, রাজ্যের জেলাতে ও মহকুমাস্তরে বিধি মেনে ওই সভা করা হবে বলেন, মোর্চার সিংঘ নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে বিজেপি দল ও সরকারের সংবেদনহীনতার বিরুদ্ধে স্থানে আন্দোলন শুরু করবে কিয়ান মোর্চা। এই আন্দোলন হবে লখিমপুর থেরি থেকে সাথে লখিমপুর থেরির গ্রাম প্রতিবাদের চেউ পৌঁছে প্রধান চঞ্চী কেন্দ্রীয় মিশন টেনিকে বরখাস্ত ও গ্রেড দাবিতে সমস্ত উত্তর প্রদেশে ব্যাপক প্রচারে নেমেছে কিয়ান মোর্চা। গতকাল নেতৃত্বে কিয়ান মোর্চার লখিমপুর দায়িত্বে থাকা মোর্চার নেতৃত্বে টিকায়েত লখিমপুরে সভা হল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সামরিক উদ্ধানির অভিযোগ এনে দেয়, নির্বাচনের সময় পাকিস্তান ও জিম্বা ইত্যাদি তোলার চেষ্টা করছে ও ভরকানোর চেষ্টা করছে এবং দুরত্ব বজায় রাখতে তিনি করেছেন বলে পবিত্র কর ৩১'র এই প্রতিবাদের সামলাতে দায়িত্ব দেওয়া মোর্চা নেতা রাকেশ টিকায়ে এখন থেকেই তিনি কাজ

৮০ শতাংশেরও বেশি ক
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। ভিশন
ডকুমেন্টসে দেওয়া প্রতিশ্রুতি
অনুসারে কাজ হয়নি। তার সাথে
নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা
হলো। মানিক সরকার এই
বিষয়গুলো নিয়েই তাঁর মতো করে
সরকার ও দলের দিকে আঙুল
তুলেছে। এর জবাবে বিজেপির
প্রদেশ মুখ্যপ্রাপ্ত নবেন্দু ভট্টাচার্য
বলেছেন, ভিশন ডকুমেন্টসের
৮০ শতাংশেরও বেশি কাজ হয়ে
গেছে। এই রাজ্যে কিংবা এই দেশে
ইতি পূর্বে কোনও সরকার
এতগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি
তার প্রতিটার ৪ বছরের মধ্যে।
ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও প্রথম বামফ্রন্ট
সরকারের ৪ বছর এমন কাজ
হয়নি। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে নবেন্দু
ভট্টাচার্য বলেন, স্বচ্ছ প্রশাসনের
মাধ্যমে পরিচালনায় দৃষ্টান্ত স্থাপন
করতে পেরেছেন বিশ্বব কুমার
দেব। বাম আমলের নানা
বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করে
বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক
কাজের হিসেব তুলে ধরেছেন
তিনি। রেল বামদের সময়ে
আন্দোলনের ফসল। তার জবাবে
নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন,
আন্দোলনে কতটুকু রে
আর বর্তমান বিজেপি স
সময়ে তা কঠটা অগত্যি
তা এই রাজ্যের মানুষ ভা
জানেন। রাজ্য এবং
সরকারের যৌথ প্রচেষ্ট
দিশায় চলছে স
কর্মচারীদের রাস্তায়
আন্দোলন করতে হয় না
সুযোগ পেয়ে গেছে
প্রত্যাশার মতোই কাজ
সরকার। কিন্তু বিভাস্ত
মানিক সরকাররা। তাদে

৮০ শতাংশেরও বেশি কাজ হয়েছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি। ভিশন ডকুমেন্টসে দেওয়া প্রতিশ্রূতি অনুসারে কাজ হয়নি। তার সাথে নতুন করে পরিকল্পনা গঠণ করা হলো। মানিক সরকার এই বিষয়গুলো নিয়েই তাঁর মতো করে সরকার ও দলের দিকে আঙুল তুলেছে। এর জবাবে বিজেপির প্রদেশ মুখ্যপ্রাপ্তি নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন, ভিশন ডকুমেন্টসের ৮০ শতাংশেরও বেশি কাজ হয়ে গেছে। এই রাজ্যে কিংবা এই দেশে ইতি পূর্বে কোনও সরকার এতগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তার প্রতিষ্ঠার ৪ বছরের মধ্যে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও প্রথম বামফ্লাউন্ড সরকারের ৪ বছর এমন কাজ হয়নি। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, স্বচ্ছ প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালনায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন বিশ্বব কুমার দেব। বাম আমলের নানা বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করে বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের হিসেব তুলে ধরেছেন তিনি। রেল বামদের সময়ে আন্দোলনের ফসল। তার জবাবে নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, আন্দোলনে কতটুকু রে আর বর্তমান বিজেপি সময়ে তা কঠটা অগ্রগতি তা এই রাজ্যের মানুষ ভাজানেন। রাজ্য এবং সরকারের যৌথ প্রচেষ্টা দিশায় চলছে সক্রিয়ারীদের রাস্তায় আন্দোলন করতে হয় না সুযোগ পেয়ে গেছে প্রত্যাশার মতোই কাজ সরকার। কিন্তু বিভাস্ত মানিক সরকাররা। তাদে

তাদের হচ্ছে না। কারণ, ওই সময়ে সহায়কমূল্যে ধান কিনতে পারেননি তথাকথিত কৃষক দরদি নেতা মানিক সরকারদের আমলে। চার বছরে তা করে দেখাতে পেরেছে, দেশে দ্বষ্টাস্ত স্থাপন করতে গেরেছে। স্বয়ম্ভর রাজ্য গড়ার লক্ষ্যেই এগুচ্ছে রাজ্য সরকার। তাতে এই সময়ের মধ্যে সমস্ত বিষয়গুলোই খতিয়ে দেখে এগুচ্ছে। তাতে রাজ্যের কর্মচারীদের পাওনা-গন্ড মিটিয়ে দেওয়া আবার বেকারদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়েও কথা বলেছেন তিনি। নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের কর্মচারীদের যে দাবিগুলো আছে তাও মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য শুরু হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য সুখবর আসছে। মহাকরণ সুত্রে খবর, এই রাজ্যের কর্মচারীদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য যে ঘোষণা হবে তার সাথে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরাও পেয়ে যাবে '৩৩-ব' আগে তাদের 'বকেয়া পাওনা'।

পয়েন্ট ভাগ করলো বীরেন্দ্র, লালবাহাদুর



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ৪ প্রথম ডিভিশন লিগে এখনও পর্যন্ত বীরেন্দ্র ক্লাব বা লালবাহাদুর সেভাবে দর্শকদের মন ভরাতে পারেনি। যতটা প্রত্যাশা ছিল তাদের নিয়ে তা পূরণ হয়নি এখনও। বলা যায়, গতানুগতিক ফুটবল খেলছে দুইটি দল। ফরোয়ার্ড ক্লাব, এগিয়ে চল সংখ্য বা রামকৃষ্ণ ক্লাবও চলতি লিগে যেখানে চমকপদ ফুটবল খেলছে সেখানে লালবাহাদুরের হাল প্রকৃতই

খারাপ। শিল্পে বিপর্যয়ের পর লিগেও প্রায় প্রতিটি ম্যাচে হমড়ি খেয়ে পড়েছে। মঙ্গলবারও তার ব্যক্তিক্রম হয়নি। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বীরেন্দ্র ক্লাবের সঙ্গে তাদের ম্যাচ গোলশূন্যভাবে শেষ হলো। লালবাহাদুর ক্লাবের মতো অবস্থা বীরেন্দ্র ক্লাবের। স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েছে। কয়েকজন ভিন্নরাজ্যের ফুটবলারও দলে রয়েছে। তবে সমস্যা হলো মাঝামাঠ এবং আক্রমণভাগে

সৃষ্টিশীল ফুটবলারের অভাব। রক্ষণ
ভালো হলেও আক্রমণে ভেদশক্তির
অভাব। তাই সুযোগের জন্য
প্রতিপক্ষ রক্ষণের ভুলের উপর
নির্ভর করতে হয়। ফলে প্রত্যাশিত
ছন্দে দেখা যাচ্ছে না বীরেন্দ্র
ক্লাবকে। এদিন উমাকান্ত মাঠে
লালবাহাদুর বা বীরেন্দ্র ক্লাব দুইটি
দলই অতি সাধারণ মানের ফুটবল
খেললো। কোন দল গোল করতে
পারেনি। এটাই প্রত্যাশিত। কারণ
লালবাহাদুর ক্লাবের হালও বীরেন্দ্র

ରେଫାରିଂ ନିୟେ ଅଖୁଣ୍ଡ ସୁଜିତ

ରାଜନୈତିକ ନିୟମଗ୍ରହଣେ ଉପଚାରୀ କ୍ରିକେଟ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ১৯ বাম আমলেও টিসিএ-র কমিটি গঠিত হতো মূলতঃ পার্টি অফিসের নির্দেশে। পার্টি ঠিক করে দিতো সব কিছু। টিসিএ-র বিশাল অর্থ ভাণ্ডারের উপর অধিকার কায়েম রাখতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে সরাসরি রাজনৈতিক নেতারা টিসিএ-র পদ দখল করে আছে এমন ঘটনা তখন দেখা যায়নি। বর্তমানে রাজনৈতিক নেতারা আলো করে আছে টিসিএ। সাকুল্যে একজন ক্রিকেটার ছিল। তাকেও সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। উচ্চ আদালতের রায়ে সচিব পদ ফিরে পেলেও তাকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ টিসিএ-র দখল এখন এক দল নেতার হাতে। রাজ্যের ক্রিকেট এই সময়ে গভীর সংকটে। এই সংকট থেকে পরিভ্রান্তের রাস্তাও কেউ জানে না। যাদের বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত ছিল তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত করতে ব্যস্ত। আর এভাবেই নিজেদের উম্মানের জয়চাক পেটাতে শুরু করেছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা হতভম্ব হয়ে দেখছে যে, কোন কাজ না করেই একটা কমিটি কিভাবে নিজেদের জাহির করছে। ২০১৯-এ দায়িত্বে আসার পর রাজ্য ক্রিকেটকে একেবারে ছন্দছাঢ়া করে দিয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেট হলো প্রতিভা উঠে আসার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। অথচ ঘরোয়া ক্রিকেট করার ব্যাপারে টিসিএ নজরিবাহীনভাবে নিষ্পত্তি। অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট করেই দায়িত্ব খালাস করেছে। স্কুল ক্রিকেট,



করছে ক্লাবগুলি। মঙ্গলবার উমাকাস্ত
মাঠে লালবাহাদুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে
ড্রি হওয়ার পর রেফারি কার্তিক
দাসের বিরুদ্ধে সুর ঢালেন বীরেন্দ্র
ক্লাবের কোচ সুজিত ঘোষ। ম্যাচের
৫৪ মিনিটে বীরেন্দ্র ক্লাবের স্টিফেন
পল ডার্লিং-কে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড
দেখানোর সুবাদে মাঠ থেকে বের
করে দেন রেফারি কার্তিক দাস।
সিদ্ধান্তটা মানতে পারেননি বীরেন্দ্র
ক্লাবের কোচ সুজিত ঘোষ। তার
বক্তব্য, প্রতিটি ম্যাচে রেফারিং-র
ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হতে হচ্ছে
আমাদের। একে তো ভীড়সূচি নিয়ে
সমস্যায় আছি তার উপর প্রতি
ম্যাচেই বাজে রেফারিং। কিভাবে
ভালো ফলাফল সম্ভব? অবশ্য শুধু
বীরেন্দ্র ক্লাবই নয়, প্রায় প্রতিটি
ক্লাবই রেফারিং-র মান নিয় প্রশ্ন
তুলেছে। অবস্থা গুরুতর আকার
ধারণ করার আগে টিভারএ-র
উচিত এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ
করা। এমনটাই চায় ফুটবলপ্রেমীরা।

নয়া পাল
আইসিসি
ক্রিকেটার
দুবাই, ২৫ জানুয়ারি ।। ভারতীয় মহিলা
দলের ওপেনার স্মৃতি মঙ্গানার মুকুটে
জুড়ল আরও একটি পালক । ২০২১
সালে আইসিসির সেরা মহিলা
ক্রিকেটারের শিরোপা পেলেন
ভারতীয় মহিলা ব্যাটার । পাশাপাশি
বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারদের
তালিকায় জায়গা করে নিলেন
ভারতীয় স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ।
গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে
সীমিত ওভারের ৮টি ম্যাচে মাত্র
দু'টিতে জিতেছিল ভারতীয়
প্রমীলাবাহিনী । তবে সেই দুই ম্যাচেই

নক স্থাত মন্দানার মুকুটে
নির বর্ষসেরা টেস
দের তালিকায় অশ্বি
দলের জয়ের কাণ্ডার ছিলেন স্মৃতি।
বিভাতীয় ওয়ানডে-তে গোটা দল
যেখানে ১৫৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল,
সেখানে একাই ৮০ রান করেন তিনি।
পাশাপাশি শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও
৪৮ রানে অপরাজিত থেকে দলকে
জিতিয়েছিলেন স্মৃতি তাবে শুধুই
সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নয়, গত
বছর টেস্টেও দুরস্ত ফর্মে ধৰা
দিয়েছেন স্মৃতি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে
টেস্টে ড্র করেছিল ভাৰত। যেখানে
৭৮ রানের দুরস্ত ইনিংস
খেলেছিলেন তিনি। অন্তেলিয়ার

বিরুদ্ধেও নজরকাঢ়া পার
কৰেছিলেন এই ভাৱতীয় ওপেন
সেণ্টুরি হাঁকিয়ে মহিলাদের ১০০
গোলাপি টেস্ট স্মাৰণীয় ব্ৰহ্ম
ৱেথেছিলেন তিনি। বাঁ-হাঁ
ব্যাটারের স্টেটই ছিল প্রথম
শতাব্দী। আৱ তাঁৰ এই স
সাফল্যেৱ স্বীকৃতি
আইসিসি এদিকে, বৰ্ষসেৱা গ
ক্রিকেটৱ বেছে নেওয়া হল
পেসাৱ শাহিন আফিদিকে। গত
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যিনি ভাৰ
দলেৱ ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন।

କ୍ରୀଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକେ ହଁଟୋ ଜଗନ୍ନାଥ
ବାନିଯେ ରେଖେଛେ କ୍ରୀଡା ଦୟତର ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৩।
সরকার বদলের পর রাজ্য ক্রীড়া পর্যবেক্ষনের গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমিয়ে দিচ্ছে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর।
অভিযোগ, খোদ রাজ্যের ক্রীড়া মহলের। বর্তমান রাজ্য সরকারের
আমলে অর্থাৎ গত ৪৬-৪৭ মাসে
রাজ্য ক্রীড়া পর্যবেক্ষণে এক প্রকার
গুরুত্বহীন করে দিয়ে যুবকল্যাণ ও
ক্রীড়া দফতরই বিভিন্ন কাজকর্ম
করছে বলে দাবি। জানা গেছে,
রাজ্য সরকার বদলের পরই ক্রীড়া
দফতর প্রথমে এক প্রকার
নজিরবিহীনভাবে বেশ কিছু
স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থার নিজস্ব
রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
নিজেদের অধীনে আয়োজন করে।
তারপর বিশাল অক্ষের টাকা খরচ
করে ক্রীড়া দফতর সোমদেব
দেববর্মা, দীপা কর্মকার - দের

সংবর্ধনার আয়োজন করে। পরবর্তী
পর্বে ক্রীড়া দফতরই লক্ষ লক্ষ টাকা
খরচ করে আস্তঃ ক্লাব রাজ্যভিস্তিক
ভলিবল এবং আস্তঃ ক্লাব
রাজ্যভিস্তিক ফুটবল আসরের
আয়োজন করে। একটা সময় (বাম
আমলে) ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে
গ্রামীণ ক্রীড়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু
রাজ্য সরকার বদলের পর দেখা
গেলো ক্রীড়া পর্ষদের নিজস্ব কোন
ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই আর নেই
কিংবা ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে
কোন সরকারি খেলাধুলা আর
নেই। বল। চলে, অতীতে রাজ্য
ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে যেভাবে
রাজ্য বিভিন্ন খেলাধুলা হতো তা
বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে
বাদ হয়ে গেছে। জানা গেছে,
একদিকে যেমন রাজ্য ক্রীড়া
পর্ষদের বাজেট বরাদ্দ করিয়ে
দেওয়া হয়েছে তেমনি রাজ্য

ক্রীড়া পর্যবেক্ষণের উদ্দ্যোগে কোন সরকারি খেলাধুলা এক প্রকার বন্ধ। অনেকটা নজরবিহীনভাবেই খোদ ক্রীড়া দফতর বেশ কিছু ইভেন্টের স্বাস্থিত ক্রীড়া সংস্থার রাজ্য আসর যেমন করে তেমনি আস্তঃ ক্লাব ভালিবল, ফুটবল। অতীতে দেখা গেছে, স্বাস্থিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির নিজস্ব আসর তারাই করতো। পাশাপাশি বিভিন্ন খেলার দায়িত্ব থাকতো ক্রীড়া পর্যবেক্ষণে। অতীতে পুরোভর ক্রীড়া উৎসব সহ বড় বড় আসর ক্রীড়া পর্যবেক্ষণের অধীনে হয়েছে। জানা গেছে, প্রথমে মানিক সাহা এবং তারপর অমিত রক্ষিত রাজ্য ক্রীড়া পর্যবেক্ষণের সচিবের দায়িত্বে এলেও বর্তমান সরকারের আমলে নাকি সরকারি ভাবেই রাজ্য ক্রীড়া পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাম আমলে ক্রীড়া দফতরের অধীনে স্কুল ক্রীড়া যুব কর্মসূচির কিছু ইভেন্ট বাকি সব ক্রীড়া পর্যবেক্ষণে আছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রিচ্ছিল ক্রীড়া পর্যবেক্ষণ। পাশাপাশি অতীতের জেটি সরকার বা আমলেও ক্রীড়া পর্যবেক্ষণে হাছিল খেলাধুলার মূল দায়িত্ব। রাজ্যে সরকার বদলের পর তা পর্যবেক্ষণে কাঁধে একক ক্রীড়া নৈতিক দিয়ে ক্রীড়া পর্যবেক্ষণে এক প্রকার করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। গেছে, ক্রীড়া পর্যবেক্ষণের বর্তমান রেজিনের জাম্বো কমিটি আছে কমিটির মেয়াদ প্রায় দুই বছর চলালেও এই কমিটির অধিকার্থক নাকি একটিও বার্ষিক সভাতে হতে পারেননি। এছাড়া ক্রীড়া পর্যবেক্ষণের কোন অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা অধিকার্থক সদস্যই ঠিক বুঝে উপরেছেন না বলে ক্রীড়া মহলের

ফটিকরায়ে
টেনিস ক্রিকেট
প্রিমিয়ার লিগ

ଶ୍ରୋଟ୍ସ କ୍ଲାନେ ସାହିତ୍ୟ ଦାଳାଳ ଚକ୍ର

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫
জানুয়ারি ৪ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। ১৯৯৯ থেকে
রামরম করে চলছিল প্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। হঠাৎ একটা
দমকা হাওয়া এসে সব কিছু ভেঙে খান খান করেছিল।
২০২০-র পর থেকে তিনবার কোভিড কেয়ার ইউনিটে
পরিগত করা হলো স্পোর্টস স্কুলকে। সরকারি
সিদ্ধান্তের উপর কোনও প্রতিবাদ করা যায় না।
করোনা আক্রান্তদের সুচিকিৎসার জন্য তারা এই
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এমন নয় যে, এরাজে সরকারি
অফিস ঘরের অভাব রয়েছে। এমন অনেক গুরুত্বহীন
অফিস রয়েছে যেগুলি কয়েক মাস বন্ধ থাকলে কোন
ক্ষতি হবে না। পাশাপাশি সরকারি বাড়িগুর যেগুলি
বেকার অবস্থায় পড়ে রয়েছে তার সংখ্যাও কম নয়।
সেসব বাড়িগুলি সহজেই কোভিড কেয়ার ইউনিটে
পরিগত করা যেতো। কিন্তু তার বদলে স্পোর্টস
স্কুলকেই বাছাই করা হচ্ছে। সরকারের কাছে প্রস্তাব
যায়। আর সরকারের কাজ সেটা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে
মারাত্মক অভিযোগ হলো, বর্তমান স্পোর্টস স্কুল
পরিচালনা কমিটির এক সদস্য নাকি শুরু থেকেই
স্পোর্টস স্কুলকে কোভিড কেয়ারে পরিগত করার
চেষ্টায় ছিলেন। আরও কয়েকজনকে হাত করে তিনি
এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে স্পোর্টস স্কুলকে কোভিড
কেয়ার ইউনিটে পরিণত করে। স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে
তারা বিন্দুমাত্র চিন্তাও করেনি। ঘটনা হলো, ২০১৮-র
পর থেকে স্পোর্টস স্কুলের ক্রমশঃ অবনতি শুরু হয়।
রাজ্যের খেলাধুলাকে একটা সময় সাবালক করে
তুলেছিল স্পোর্টস স্কুল। অসংখ্য প্রতিভা তুলে এনেছিল
তারা। রাজনীতি ছিল না। শুধু ছিল একদল ক্রীড়াপ্রেমী
শিক্ষক। তাদের হাতে পড়ে মনোযোগী ছাত্ররা
ক্রীড়াক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছে। পুরো অবস্থা
পাল্টে যায় ২০১৮-তে। রাজনৈতিক পালাবদলের থাকায়
কাত হয়ে যায় স্পোর্টস স্কুল। বাম আমলে যাদের দিন-রাত
মাঠে দেখা যেতো আদর্শ প্রশিক্ষকের ভূমিকায় উজ্জ্বল
হয়ে উঠেছিল তারাই রাতারাতি নেতা হয়ে গেলো। এমনই
এক নেতৃত্বপী পিতাই বর্তমানে স্পোর্টস স্কুলের নিয়ন্ত্রক।
স্কুলের হাল তিন বছর ধরেই খারাপ। চাপও আসছিল।
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। বলা
যায়, স্কুলে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আমদানি করেছেন ওই
পিতাই। আর এই কারণেই স্কুলের বারোটা বেজেছে।
মানুষের দৃষ্টি ঘূরিয়ে দিতেই ওই পিতাই শুরু থেকে সচেষ্ট
ছিল যাতে স্কুলকে কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিগত করা
যায়। তাহলে করোনার কারণ দেখিয়ে সব কিছু মানেজ
করা যাবে। ওই পিতাইর নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে এক
দালাল চক্র। আপাতত তারাই স্কুলের নিয়ন্ত্রক।

পরম বিশিষ্ট সেবা পদকে সন্মানিত অলিম্পিক্স সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি।। ভারতের খেলাধূলার ইতিহাসে তিনি বিরল প্রতিভা। এই তরম ব্যয়সেই কিংবিদন্তি মনে করা হচ্ছে তাঁকে। টেকিও অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী আ্যথলিট সেই নীরজ চোপড়ার মুকুটে এবার আরও এক পালক। এবার পরম বিশিষ্ট সেবা পদকে সম্মানিত হচ্ছেন তিনি। আগামিকাল ৭৩ তম সাধারণতন্ত্র দিবস। সেই উপলক্ষে নীরজের হাতে দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান পরম বিশিষ্ট সেবা পদক তুলে দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি ভবনে নীরজ চোপড়ার হাতে এই সম্মান তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি রামানাথ কোবিন্দ। অসামান্য সেরার স্থীরতি হিসাবে এই সামরিক সম্মান পাবেন নীরজ অলিম্পিকের ট্র্যাক আ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টে ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি রামানাথ কোবিন্দ ৩৮৪ জন কৃতি সামরিক ব্যক্তিগতের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন। ওই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হচ্ছেন ভারতের গর্ব নীরজ চোপড়াও। উল্লেখ্য, ২০১৬ সাল থেকে ভারতীয় সেনার রাজপ্রতানা রেজিমেন্টে নায়ের সুবেদার পদে কর্মরত জ্যাভলিন থোঁয়ার নীরজ। টেকিও অলিম্পিক্সে ইতিহাস লেখার পর নীরজকে সেনাপ্রধান-সহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্তৃরা অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন উল্লেখ্য, নীরজ দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি অলিম্পিক্সে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সোনা জেতেন। ২০২১ সালে টেকিও অলিম্পিক্সে জ্যাভলিন থোঁ ইভেন্টে এই বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি। এর আগে শুটিংয়ে অভিনব বিদ্রো সোনা জিতেছিলেন ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিক্সে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরে টেকিও অলিম্পিক্সে সোনা জয়ের পর গোটা দেশে কার্যত হিরের সম্মান পেয়েছেন নীরজ। তাঁকে সম্মান জানানো নিয়ে বীতিমতো প্রতিযোগিতা চলেছে। খেলাধূলোয় দেশের সর্বেচ্ছ পুরস্কার মেজর ধ্যানচাঁদ খেল রঞ্জ সম্মানেও সম্মানিত হয়েছেন তিনি। কিছুদিন আগেই মালদ্বীপে ছুটি কাটাতে যান নীরজ। সেখান থেকেও একাধিক ছবি পোস্ট করেন। ছুটি থেকে ফিরেই অনুশীলনে নেমে পড়েন। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাপ্রামে সেই ছবি পোস্ট করেন। সঙ্গে লেখেন, ”আগের মতোই জেতার খিদে এবং স্বপ্ন নিয়ে এই সম্ভাবে অনুশীলন শুরু করলাম। প্রত্যেকের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।”

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শেষ সান্ধিয়ার
সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন নাদাল
মেলবোর্ন ২৫ জানুয়ারি ॥ ৪-৬ ৭-৬ গোমে জেসন কুলাব এবং ৩-৬
ওপেনের সেমিফাইনালে নাদাল।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শেষ সানিয়া মির্জার। মিক্রুড ডবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন তিনি। অন্য দিকে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন রাফারেল নাদাল রাজীব রামের সঙ্গে জুটি বেঁধে এ বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নেমেছিলেন সানিয়া। মিক্রুড ডবলসের কোয়ার্টার ফাইনালেও পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেখানে থেমে গেল তাঁদের জয়ের রথ। মঙ্গলবার

জেমি ফোরলিসের বিকান্দে হেরে যান সানিয়ার। কোয়ার্টার ফাইনালে ছদ্মবৃংজে পেলেন না তাঁরা। কুবলার এবং ফোরলিস চেপে বসছিলেন শুরু থেকেই এই বহুতাই তাঁর টেনিস জীবন শেষ হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন সানিয়া। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তাই আর দেখা যাবে না তাঁকে। কোয়ার্টার ফাইনালে হার দিয়েই শেষ হল বছরের প্রথমগ্রান্ত স্ল্যাম লড়াই অন্য দিকে অস্ট্রেলিয়ান ১৪তম বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নেমে বানাডার ডেনিস শাপোভালভকে ৬-৩, ৬-৪, ৪-৬, ৩-৬ এবং ৬-৩ গেমে হারিয়ে দেন তিনি। চার ঘণ্টা সাতমিনিট ধরে চলে সেই লড়াই। ম্যাচ শেষে নাদাল বলেন, “আমি শেষ হয়ে দিয়েছিলাম” শুভ্রবার সেমিফাইনাল খেলতে নামার আগে দু’ দিন পুরোপুরি বিশ্বাস পাবেন তিনি।

Digitized by srujanika@gmail.com

মাঠে টুকতে
গিয়ে পদপিষ্ট
আফ্রিকায় মাঠের
বাইরে মৃত ৮
আহত ৫০

ଆଗମା ମାଚେନ୍ ଟ୍ରାଫକେ ସାମନେ ରେଖେ

টিসি-এ-র উচ্চত অবিলম্বে অনধুর ১৫ ক্রিকেট শুরু করা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ৪ কথা নাকি ছিল ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে টিসিএ-র সদর অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট। কিন্তু এখন পর্যন্ত খবর নেই ঠিক করে বা আন্দোলন অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু হবে কিনা। পাশাপাশি দাবি ছিল, জানুয়ারি মাসেই জোনাল ও রাজ্যভিত্তিক অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু করা। কিন্তু টিসিএ এখন পর্যন্ত চূপ। খবরে প্রকাশ, ১৮ জানুয়ারি উচ্চ আদালতের নির্দেশে টিসিএ-র সচিব পদে তিমির চন্দ-র ফিরে আসার পর নাকি টিসিএ-তে এখন নীরবতা পর্ব চলছে। সচিবহীন টিসিএ-তে যাদের ভিড় হতো তাদের অনেকেই নাকি এখন টিসিএ-তে আসেন না। যাদের ধারণা ছিল যে, বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি যখন টিসিএ-র সভাপতি তখন তিমির চন্দ-র আর টিসিএ-র সচিব পদে ফেরা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৮ জানুয়ারি মাননীয় উচ্চ আদালত তিমির চন্দ ইস্যুতে যে রায় দিয়েছে তাতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ১৩ মার্চ ২০২১ সালে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা আবেধ এবং অসাংবিধানিক। যাদের মনে হয়েছিল যে, সচিবহীন থাকবে টিসিএ তারা নাকি হতাশ এবং কেউ কেউ নাকি লজ্জায় টিসিএ-তে আসা কমিয়ে দিয়েছেন। সচিব তিমির চন্দ যেহেতু আদালতের রায়ে টিসিএ-তে ফিরেছেন তাই এখন তার পদ আইনিভাবে সুরক্ষিত। এখন যুগ্মসচিব কিশোর কুমার দাস-র কোন গুরুত্ব বা দায়িত্ব টিসিএ-তে নেই। যেহেতু টিসিএ-র সংবিধানে যাবতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব সচিবের তাই নিয়ম মতো সচিবের নির্দেশ ছাড়া টিসিএ-তে কোন কাজ হলে তা হবে বেআইনি। জানা গেছে, সচিব টিসিএ-তে ফিরতেই যুগ্মসচিবের যাবতীয় দায়িত্ব এখন উধাও। কেননা সচিব থাকলে যুগ্মসচিবের কোন কাজ নেই টিসিএ-র সংবিধানে। জানা গেছে, ১৮ জানুয়ারি তিমির চন্দ উচ্চ আদালতের রায়ে সচিব পদে ফিরে আসার পর যুগ্মসচিব ও সভাপতিপ্রিয়া নাকি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। তাদের নাকি ধারণা ছিল যে, উচ্চ আদালতে টিসিএ-র জয় হবে। কিন্তু ১৩ মার্চ ২০২১ সালের অবৈধ কাজে সায় দেয়নি উচ্চ আদালত। এদিকে ক্রিকেট মহলের দাবি, অবিলম্বে শুরু করা হটক সদর অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট, পাশাপাশি শুরু হটক অনুর্ধ্ব ১৪ জোনাল ও রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট। কোচদের বক্তব্য, যেহেতু এই বছরও বোর্ডের অনুর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট হয়নি তাই টিসিএ-র কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট ভালো করে করা। যাতে আগামী বছরের অনুর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেটে ত্রিপুরা ভালো খেলতে পারে। গত বছরের পর এই বছরও যেহেতু বোর্ডের অনুর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট হয়নি তাই আগামী বছর টিসিএ-র হয়তো সব নতুন মুখ্য আনন্দে হবে অনুর্ধ্ব ১৬ দলে। আর তার জন্য দরকার এবার অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট। এই বছর অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটে যারা নজর কাঢ়বে তাদের নিয়ে আগামী সিজনের অনুর্ধ্ব ১৬ দল গঠন করা যেতে পারে। সুতৰাং আগামী বছরের বিজয় মাঠেট ট্রফির কথা মাথায় রেখে টিসিএ-র উচিত অবিলম্বে এবারের অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করা। পাশাপাশি ক্রিকেট মহলের দাবি, এই বছর মহিলারা শুধুমাত্র টিসিএ-র টি-২০ ক্রিকেট খেলেছে। ফলে তাদের একদিনের ক্রিকেটে খেলার সুযোগ করে দেওয়া উচিত টিসিএ-র। এক্ষেত্রে সচিব তিমির চন্দ-র দায়িত্ব অবিলম্বে সদর অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট, রাজ্যভিত্তিক অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট এবং মহিলাদের একদিনের ক্রিকেট শুরু করা। পাশাপাশি ক্লাব ক্রিকেটের প্রস্তুতি হিসাবে দলবদল। প্রয়োজনে সচিব উচ্চ আদালতের অনুমতি নিতে পারে। উচ্চ আদালতের নির্দেশে নতুন করে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করা যেতে পারে। যেহেতু টিসিএ-র সচিব পদে তিমির চন্দ ফিরে এসেছে উচ্চ আদালতের নির্দেশে তাই প্রয়োজনে উচ্চ আদালতের নির্দেশ নিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করতে পারেন তিমির চন্দ।

“স্বপ্ন আপনার,
সাজাবো আমরা”

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura
Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

তত্ত্ব প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আভাসিক প্রীতি ৫ শতাংশ

বিয়ের ফার্নিচারের
বিপুল সংগ্রহ

৯৪৩৬৯৪০৩৬৬

সাগর বিয়ে বাড়ী
প্রো : ফজল দেবৰা

যেকোন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য
অত্যধিক সুবিধাজনক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
ক্যাটারিং এর সুবিধাজন আছে এবং হোম ডেলিভারী দেওয়া হয়।
জগমাধুবাড়ী রোড, বিদ্রকলা চৌমুহুরী,
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।
মোবাইল : ৮৯৭৪২১৬১২৩ / ৯৮৬৩৪৬২২১৫

FLAT
BOOKING
OPEN

M : ৯৩৬৬০৫২৭৬২ / ৯৪০২১৪৫৩০৪
Happy Republic Day-2022

IMPERIAL HEIGHTS
RESIDENTIAL CUM COMMERCIAL COMPLEX AT NAGERJALA, AGARTALA.

DEVELOPER : ND DEVELOPER ARCHITECT : MSA - architects R.C.C. CONSULTANT : ASSOCIATED CONSULTANTS : MUMBAI MUMBAI

FLAT BOOKING OFFICE : ১) NAGERJALA BUS STAND (PROJECT SITE), ২) SANKUNTALA ROAD, CITY LIFE SHOPPING MALL BASEMENT

AMENITIES :

- ✓ ROOFTOP GARDEN
- ✓ JOGGING / WALKING TRACK
- ✓ CHILDREN'S PLAY AREA
- ✓ SENIOR CITIZEN ZONE
- ✓ INTERNET / WIFI
- ✓ 24 HRS CCTV SURVEILLANCE
- ✓ ADVANCED FIRE FIGHTING SYSTEM
- ✓ DG POWER BACKUP FOR EMERGENCY SERVICES
- ✓ 24 HRS WATER SUPPLY
- ✓ IRP (IRON REMOVAL PLANT)
- ✓ EARTHQUAKE RESISTANT STRUCTURE
- ✓ CAR PARKING IN BASEMENT
- ✓ HIGH QUALITY OTIS LIFT

3 BHK SALEABLE AREA (CARPET)
1102sqft (772), 1112sqft (780), 1165sqft (828)
1183sqft (780), 1242sqft (870), 1260sqft (892),
1308sqft (924).

2 BHK SALEABLE AREA (CARPET)
958sqft (676).

• MARKETING : ৬০০৯৯৪৭৭৮৯ / ৯৩৬৬০৪৬২২৯
• LOANS ARE AVAILABLE FROM ALL LEADING BANKS

Happy
Republic Day-2022

আরোগ্য

The Complete Homoeo Health Solution
Your Health is Our Happiness.

আরোগ্য পরিবারের
পক্ষ থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সমগ্র
রাজ্যবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Call or Whatapps : ৯৬১২৭২১০৮৭
Address : Behind East Police Station,
Old Motorstand, Agartala, Tripura (W).

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradice Chowmuhan, Near Khadi Gramodyog Bhawan
Agartala - ৮৮৭৬২৬১৮২

L-REX
পেটের সমস্যা
ও
পায়খানা পরিষ্কার
রাখার জন্য
সেবন করুন।
L- Rex Powder
MRP : 110/-

RIPAN
WALL PAPER

তত্ত্ব প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে
আভাসিক প্রীতি ৫ শতাংশ

এখানে সব রকমের Wall Paper সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
Town Pratapgarh, Road No.-1, Sudhir
Daroga Chowmuhan, Agartala, Tripura (W)
Mobile : ৯৪৩৬৫৫৮৯২৪ / ৯৩৬২৭১২২৮০

N.C. Jewellery

সৌন্দর্যের প্রতীক শুভ্রান্তির বিশাস
Prop : Narash Debnath
Phone : ০৩৮১-২৩৮-১০৩৯
Mobile : ৯৮৫৬১২৩৩৫৯ / ৮১৩১৮৩৬৫১৬

MAA SANITATION
তত্ত্ব প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আভাসিক প্রীতি ৫ শতাংশ
Prop. : Sanju

Deal in : All kinds of sanitary Goods and PVC Door etc.
Near Radhanagar Bus Stand, Agartala, Tripura West.
M : ৯৪৩৬১৩৬২৬১ / ৯৭৭৪২৭৪৪৮৩

A TATA Product VOLTAS
THE ONE MAN ARMY!
Freematch allows one powerful outdoor unit to be connected to a wide range of indoor units including Wall mounted, Cassette and Ducted

High Ambient Cooling up to 37°C
5D Technology Fast Cooling Egg Friendly Adjustable Mode Fox Proof Electric Box

VOLTAS Freematch Air Conditioner with a single outdoor unit you can Connect different indoor units according to the beauty of your Room. SEER 6.1, this machine powered by DC 5D technology to get A complete power saving and space-saving benefits.
CHOOSE IT FOR YOUR HOME
R.P.ELECTRONICS
K.Das.Market Sankuntala Road,Agartala
Mob :- ৯৪৩৬১২৮৩০৩ / ৯৪৩৬১২৬৬৪২

Happy Republic Day-2022

আণন্দময়ী ফিস সেন্টার

পাইকারী মাছ বিক্রেতায়ে কেন সামাজিক
অনুষ্ঠানে জন সর্ব প্রকার মাছ পাওয়া যায়।
প্রোঃ বাবুল দেব

বটতলা বাজার, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।
Mobile : ৯৮৬২৬১৯৭০৩ / ৯৭৭৪৩৯০৯৪৮

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৮৮,৫৫০
ভরি : ৫৬,৬৪১

বাড়ি বিক্রয়

এডিনগর থানা সংলগ্ন ৩৩ শতক
(পৌনে দুই গঙ্গা) জায়গায়
আন্তর গ্রাউন্ড রুম ১টা, বেতরম
৩টা, রান্নাঘর ২টা ও আধুনিক
ট্যালেন্ট, বাথরুম কবুট ৩টা সহ
চলাচলের ৫ ফুট রাস্তা সহ
(মেইন রোড থেকে ১০০ মিটার
দূরে) তেরি বাড়ি বিক্রি করা
হবে। যোগাযোগ—
Mob - ৯৪৩৬১০৮১৬০
7৬৪২০২৬১০১

ICA-D-1688-2021-22



৭৩ তম প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা



বিপুল কুমার দেব
মুখ্যমন্ত্রী

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath,
Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,
Tripura (W) - ৭৯৯০০১. Tel. No.: ৯৪৩৬১৬৯৬৭৪ | EXCLUSIVE SHOWROOM
Email: newradhankl@gmail.com



Nilkamal®

FURNITURE IDEAS